কলকাতা হাইকোর্টে

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার

বর্তমান:- মাননীয় বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত।

২০১৮-এর সি.আর.আর. নং.-১২৫১
সাথে
২০১৮-এর আই.এ. নং. সি.আর.এ.এন. ১
(পুরনো ২০১৮-এর নং. সি.আর.এ.এন. ১৪৪৩)
+
২০২১-এর সি.আর.এ.এন. ৭
+
২০২৩-এর সি.আর.এ.এন. ৮ (এখানে নয়)
+
২০২৩ সালের সি.আর.এ.এন. ৯ (এখানে নয়)
+
২০২৩ সালের সি.আর.এ.এন. ১০ (এখানে নয়)

এই বিষয়
দীপক খুন্তিয়া @ দীপক কুমার খুন্তিয়া এবং এরেকজন
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্য	**: বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী সুদিপ্তো মৈত্র, আইনজীবী শ্রী সোমোপ্রিয় চৌধুরী, আইনজীবী শ্রী উত্তম শর্মা, আইনজীবী শ্রীমতী ভি. কেডিয়া**
বিপরীত পক্ষের জন্য	**: আইনজীবী শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য, আইনজীবী শ্রী অনির্বাণ দত্ত, আইনজীবী শ্রী শিবম ভীমসারিয়া**
রাজ্যের জন্য	**: আইনজীবী শ্রী অরিজিৎ গাঙ্গুলি, আইনজীবী শ্রীমতী দেবজানি সাহু**
বিচারের তারিখ	**: ২৯.১১.২০২৩**

বিচারপতি, শুভেন্দু সামন্ত,

এটি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২-এর অধীনে একটি আবেদন যা ২০১৮ সালের ৩২০সি নম্বর অভিযোগের মামলার একটি কার্যধারা বাতিল করার জন্য বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ৩ও কোর্ট হাওড়া (সদর) ভারতীও দণ্ডবিধির ধারা ৪০৬/৩৪ এর কাছে বিচারাধীন।

মামলার সংক্ষিপ্ত সত্যটি হল যে বর্তমান বিরোধী পক্ষ নং ২ বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ মামলা দায়ের করেছে যে অভিযোগকারী সুর ফিড সেন্টার নামে একটি সংস্থার মালিক এবং বর্তমান আবেদনকারী/অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ইভা এক্সোটিকা প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থার মালিক। দুই সংস্থার মধ্যে ২ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবসায়িক লেনদেন হয়েছিল। পক্ষগুলির মধ্যে একটি চুক্তি ছিল যে অভিযোগকারী সংস্থা অভিযুক্ত সংস্থাকে কাঁচামাল সরবরাহ করবে এবং এই ধরনের কাঁচামালের মাধ্যমে অভিযুক্ত সংস্থা হাঁস-মুরগি এবং গবাদি পশুর খাদ্য সহ পশুখাদ্য তৈরি করবে এবং অভিযোগকারী সংস্থাকে তা সরবরাহ করবে। অভিযোগ করা হয়েছে যে এই চুক্তি অনুসারে অভিযোগকারী কোম্পানি অভিযুক্ত কোম্পানিকে বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল সরবরাহ করেছিল যা অভিযুক্ত কোম্পানির কারখানায় মজুদ ও মজুত ছিল। শর্তাবলী অনুযায়ী,

অভিযুক্ত কোম্পানি অভিযোগকারী কোম্পানিকে পশুখাদ্য সরবরাহ করত এবং অভিযুক্ত কোম্পানি দ্বারা বিল উত্থাপিত হত এবং অভিযোগকারী কোম্পানি দ্বারা নিয়মিত পরিশোধ করা হত। অভিযোগের অভিযোগ হল যে হঠাৎ ০৮.০৫.২০১৮ অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হাঁস-মুরগির খাদ্য উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছিল যদিও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হেফাজতে ২.৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিশাল কাঁচামাল পড়ে ছিল।

অভিযোগকারীর আরও অভিযোগ ছিল যে তিনি তাঁর শ্রমের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে অভিযুক্ত সংস্থাটি তৃতীয় পক্ষের কাছে কাঁচামাল বিক্রি করছে। জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত সংস্থাটি অভিযোগকারীর কাছ থেকে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দাবি করে বলে যে একই পরিমাণ অর্থ প্রদান না করা হলে কাঁচামাল ছেড়ে দেওয়া হবে না। বেশ কয়েকবার অভিযোগকারী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পশুখাদ্য সরবরাহ করার অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করেছিল এবং অবশেষে অভিযোগ এবং তার কর্মকর্তাদের হুমকি দিয়েছিল যে তারা যদি তাদের ইউনিট কারখানায় আবার আসে তবে তারা অভিযোগকারীকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করবে না।

তাই এই অভিযোগ।

এই ধরনের অভিযোগ পাওয়ার পর ভারতীও দণ্ডবিধির ধারা ৪০৬/৩৪-এর অধীনে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০০-এর অধীনে অভিযোগকারীকে শপথ নিয়ে পরীক্ষা করার পরে এবং একজন সাক্ষীকে বর্তমানে ভারতীও দণ্ডবিধির ধারা ৪০৬ এবং ৩৪-এর অধীনে জারি করে প্রক্রিয়া

এবং নির্ধারিত সামগ্রীর অনুসন্ধান পরোয়ানা জারি করে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের এই আদেশে সংশ্লিষ্ট ও.সি.-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আদালতের আদেশ ছাড়া অন্য কাউকে এই সামগ্রী হস্তান্তর করা হবে না। অভিযোগকারীকে অনুসন্ধানের সময় তার কাঁচামালের উপর যথাযথ সনাক্তকরণ চিহ্ন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রক্রিয়া জারি এবং অনুসন্ধান পরোয়ানা জারি করার উক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ ও সন্তুষ্ট হয়ে সমগ্র ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য বর্তমান সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি বলেছেন যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগের আবেদনের ভিত্তিতে প্রক্রিয়া জারি করার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর ত্রুটি করেছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪০৬/৩৪ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগের ডোজ প্রকাশ করে না।

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য হলো, বিপরীত পক্ষ নং ২ বিদ্বেষপূর্ণভাবে একটি দেওয়ানি মামলাকে ফৌজদারি মামলায় রূপান্তরিত করেছে। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, পক্ষগুলির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল যেখানে সম্মত হয়েছিল যে অভিযোগকারীকে কাঁচামাল আবেদনকারী কোম্পানির কাছে পৌঁছে দিতে হবে এবং এর মাধ্যমে আবেদনকারী কোম্পানি পোল্ট্রি ফিড প্রস্তুত করবে যা অভিযোগকারী কোম্পানিকে সরবরাহ করা হবে এবং এর জন্য আবেদনকারী কোম্পানি ফার্নিশ পণ্য এবং প্রক্রিয়া চার্জের জন্য পৃথক বিল সংগ্রহ করার অধিকারী হবে।

পক্ষগুলির মধ্যে আরও একমত হয়েছে যে যদি বিপরীত পক্ষ নং ২ বিলের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। আবেদনকারী সংস্থাটি বিপরীত পক্ষ নং ২ দ্বারা সরবরাহ করা উপকরণ/স্টক থেকে অর্থ পুনরুদ্ধারের অধিকারী হবে যা আবেদনকারী সংস্থার প্রাঙ্গনে রাখা হবে। এটি সত্য যে বিরোধী পক্ষ নং ২-এর পক্ষ থেকে একটি বিশাল পরিমাণ বকেয়া হয়ে পড়েছিল। কোম্পানিটি তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান করতে বলে বেশ কয়েকটি অনুস্মারক পাঠায় কিন্তু তিনি অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন। বেশ কয়েকটি পরিস্থিতিতে আবেদনকারী সংস্থা ওপি নম্বর ২-কে জানায় যে তার পক্ষ থেকে আসামীর ক্ষেত্রে সংস্থাটি চুক্তির শর্তাবলী আহ্বান করবে যা ওপি নম্বর ২-এর উপকরণ থেকে তার বকেয়া আদায়ের অধিকারী। বেশ কয়েকটি দাবি/চিঠিপত্র ওপি নম্বর ২-এ পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তিনি অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন। তদনুসারে আবেদনকারী সংস্থা আবেদনকারী সংস্থার হেফাজতে থাকা কাঁচামালগুলি সামঞ্জস্য করেছে এবং এই ধরনের সমন্বয় সত্ত্বেও আরও ৫৮,২৭,৩৭১ টাকা, ৮৮/- ও.পি. নং ২ এর দ্বারা এখনও বকেয়া এবং ওপি নং ২ দ্বারা প্রদেয়, উত্তরে ১২ মে ২০১৮ তারিখের তার চিঠি অনুসারে, ওপি নং ২ চুক্তিতে সালিশ ধারা প্রয়োগ করতে চায়।

হঠাৎ, ১৫ মে ২০১৮-এ জগৎবল্লভপুরের কিছু পুলিশ অফিসার পি.এস. ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৪৪(২) এর অধীনে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের একটি কথিত আদেশের ভিত্তিতে উপস্থিত আবেদনকারীদের কোনো পূর্বসূচনা ছাড়াই কারখানা প্রাঙ্গনে আসেন এবং উক্ত কারখানায় তদন্ত করেন। এটি প্রতীয়মান হয় যে কার্যধারাটি ও.পি. নং ২ দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল; এটা ভুল ধারনা এবং নোংরা বিশ্বাসী। কারখানা প্রাঙ্গণে কোনো শান্তি ভঙ্গের ঘটনা ঘটেনি তাছাড়া ও.পি. নং ২-এর কোনো পুরুষ বা শ্রমিক আবেদনকারীর কারখানা প্রাঙ্গণে যে কোনো সময়ে নিয়োজিত ছিল না। ও.পি. নং ২-এর ধূর্ত মনোভাব বিবেচনা করে আবেদনকারী পুরো বিষয়টি পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) হাওড়াকে জানিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে বর্তমান ও.পি. নং ২ বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাওড়ার সামনে তাত্ক্ষণিক অভিযোগ দায়ের করেছেন কোম্পানির কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের মিথ্যা অভিযোগের লেবেল করে কৌতূহলবশত পূর্বোক্ত সত্যটি চাপা দিয়েছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে অনুসন্ধান ওয়ারেন্টের প্রার্থনার জবাবে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে কিছু পুলিশ কর্মী এবং ও.পি. নং ২-এর লোকদের সাথে পিটিশনকারীদের কারখানায় আসে এবং কারখানা প্রাঙ্গনে থাকা সমস্ত কাঁচামাল বাজেয়াপ্ত করে বিবাদের বিষয়বস্তুর চেয়ে সামগ্রিকভাবে অনেক বেশি মূল্যবান। এ ধরনের উপকরণ বাজেয়াপ্ত করার সময় ওপি নং 2 এর কোনো স্টক রেজিস্টার নেই

যেহেতু আবেদনকারীকে ওই থানার ওসি যাচাই করেছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত থানার ওসি ২ নং বিপরীত পক্ষের সাথে দরখাস্তকারীর কারখানা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন এবং বিপরীত পক্ষের ২ নং ট্রাকে করে কারখানা প্রাঙ্গনে পড়ে থাকা সমস্ত চালান নিয়ে যান। এরপরে, আবেদনকারী অবিলম্বে আদেশের পরিবর্তনের জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চলে গেলেন কিন্তু তারপরে কোন প্রভাব না পেয়ে আবেদনকারী অবিলম্বে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯২/৩৯৫/৪০৩ ধারার অধীনে বিচারযোগ্য মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি প্রকাশ করেন এবং শাস্তিযোগ্য জগৎবল্লভপুরের ওসির বিরুদ্ধে পি.এস. ১৯ই মে ২০১৮ তারিখে। কিন্তু জগৎবল্লভপুরের পুলিশ অফিসাররা পি.এস. এফ.আই.আর নিবন্ধন না বা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ১৯ মে ২০১৮ তারিখে পুলিশ অফিসার তাদের পক্ষ থেকে এই ধরনের অবৈধতা বুঝতে পেরে পিটিশনের কারখানা প্রাঙ্গণে ফিরে আসেন এবং কারখানা প্রাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ কাঁচামাল ফেরত দেন এবং আবেদনকারীর কর্মচারীদের হুমকির মুখে কিছু স্বাক্ষর বা একটি টুকরা গ্রহণ করেন। কাগজের এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে আকারের উপকরণগুলি পিটিশনকারী কোম্পানির কারখানা প্রাঙ্গনে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে রাখা হচ্ছে।

কথিত তথ্যের ভিত্তিতে দরখাস্তকারীর জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে ওপি কথিত অনুসন্ধান এবং জব্দের মাধ্যমে কাঁচামাল চুরি করেছে; এবং

বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন। অভিযোগের আবেদনের চার কোণ থেকে জানা যাবে যে ভারতীও দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারা অনুসারে অপরাধের উপাদানগুলি মোটেও তৈরি করা হয়নি। এটি দুটি সংস্থার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ দেওয়ানি বিরোধ যা অভিযোগকারী দ্বারা ফৌজদারি ব্যবস্থা হিসাবে রঙ করা হয়েছিল। বিরোধী পক্ষ নং ২ উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি অভিযোগ করে ফৌজদারি ফোরামের এখতিয়ার আহ্বান করেছে যা সালিশ কার্যধারার বিষয়। আরও তাই এটি বিরোধী পক্ষের নং ২ চুক্তির শর্তাবলী দ্বারা শুরু করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাৎক্ষণিক ফৌজদারি অভিযোগ এবং যে ফৌজদারি কাযর্যধারা অব্যাহত রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমতুল্য হবে, তাই তিনি পুরো ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

তাঁর যুক্তির সমর্থনে তিনি **দীপক গাব এবং অন্যান্য বনাম ইউ.পি. রাজ্য এবং এরেকজন এ.আই.আর ২০২৩ এস.সি. ২২৮**-এ প্রকাশিত একটি সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়েছেন

তলব আদেশ

বাতিল করা - অভিযোগের বিরুদ্ধে বিবৃতি সম্পর্কিত বিরোধ - অভিযোগ ছিল যে অভিযুক্তদের দ্বারা সরবরাহিত দান অভিযোগকারীর প্রয়োজনীয়তা এবং দাবি অনুসারে ছিল না - অভিযোগ প্রকাশিত দেওয়ানি বিরোধ - অভিযুক্তের করা দাবি সম্পর্কিত অভিযোগ - দাবি, এমনকি যদি মিথ্যা বলে ধরে নেওয়া হয় তবে তা IPC এর ধারা 405/420/421/120B এর অধীনে উপাদানগুলি পূরণ করবে না যাতে তলব আদেশকে ন্যায্যতা দেওয়া যায় - তলব আদেশ বাতিল করা হয়েছে।

বিনোদ কুমার ও অন্যান্য বনাম বিহার রাজ্য এবং এরেকজন ২০১৪ (৮) সুপ্রিম ১১২।

সাগর সুরি বনাম ইউ.পি. রাজ্য (২০০০) ২ এস.সি.সি ৬৩৬-এর রায় নিয়ে আলোচনা করার সময় যেখানে এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে

> **"এটা দেখতে হবে যে, মূলত দেওয়ানি প্রকৃতির কোনও বিষয়কে ফৌজদারি অপরাধের আবরণ দেওয়া হয়েছে কিনা। ফৌজদারি কার্যধারা আইনে উপলব্ধ অন্যান্য প্রতিকারের সংক্ষিপ্ত পথ নয়। প্রক্রিয়া জারি করার আগে একটি ফৌজদারি আদালতকে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। অভিযুক্তের জন্য এটি একটি গুরুতর বিষয়। এই আদালত কিছু নীতি নির্ধারণ করেছে যার ভিত্তিতে হাইকোর্ট কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করবে। এই ধারার অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে হবে যাতে কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করা যায় বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের লক্ষ্য নিশ্চিত করা যায়।"**

সর্বশ্রি জি.এইচ.সি.এল. এমপ্লয়িজ স্টক অপশন ট্রাস্ট বনাম সর্বশ্রি ইন্ডা ইনফোলাইন লিমিটেড (২০১৩) ২ সি.এল.জে. (এস.সি.) ১১১

> **আপিলকারীর দায়ের করা অভিযোগে মিথ্যা দাবির অভিযোগ–মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক শুরু হওয়া ফৌজদারি কার্যধারা–বিবাদী তাদের বিরুদ্ধে কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি সংশোধনমূলক অনুমোদন দায়ের করেছেন–তাদের বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই, কেবল এই অভিযোগ ছাড়া যে তারা কোম্পানির কর্মকর্তা–এই ধরনের অস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিবাদীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করা যাবে না–তাই হাইকোর্ট যথাযথভাবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন।**

এস.কে.আলাঘ বনাম ইউ.পি. রাজ্য ও এরেকজন ২০০৮ সি.আর.এল.জে ২২৫৬

সংবিধির অধীনে নির্ধারিত কোনও বিধানের অভাবে কোনও সংস্থার পরিচালক বা কোনও কর্মচারীকে সংস্থার দ্বারা সংঘটিত কোনও অপরাধের জন্য পরোক্ষভাবে দায়বদ্ধ বলে গণ্য করা যাবে না।

কার্গো মেসার্স (ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) বনাম ধনসেহ বদরমল জৈন এবং এরেকজন (২০০৭) ১৪ এস.সি.সি ৭৭৬

ফৌজদারি বিশ্বাসভঙ্গ এবং প্রতারণা–আবেদন–দেওয়ানি মামলার এক বছর পর দায়ের করা ফৌজদারি অভিযোগে অপরাধের উপাদানগুলি–অবহেলা এবং চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের অভিযোগে দেওয়ানি মামলা দায়ের করা হয়েছিল–ধরে রাখা হয়েছে, চুক্তিভঙ্গ কেবল অপরাধ গঠন করে না–ফৌজদারি অভিযোগে অভিযোগগুলিকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করতে হবে–উল্লিখিত অভিযোগগুলি প্রাথমিকভাবে সঠিক কিনা তা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে, পক্ষগুলির দ্বারা বিনিময় করা চিঠিপত্র এবং অন্যান্য স্বীকৃত নথি বিবেচনা করতে পারে–যখন এটি অসদাচরণ বা অন্যথায় আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার বলে প্রমাণিত হয় তখন ফৌজদারি কার্যধারাকে উৎসাহিত করা উচিত নয়–উচ্চ আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় ন্যায়বিচারের লক্ষ্য পূরণের জন্যও প্রচেষ্টা করা উচিত–ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973—ধারা 482—আদালত প্রক্রিয়া/আইনের অপব্যবহার/আদালতে জালিয়াতি–উচ্চ আদালতের ন্যায়বিচারের লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত।

উপরোক্ত রায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে আবেদনকারীর জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে ও.পি. নং ২ দ্বারা শুরু করা ফৌজদারি কার্যধারাটি ভুল ধারণা করা হয়েছে এবং যদি এটি চালিয়ে যেতে দেওয়া হয় তবে তা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে।

বিপরীত পক্ষের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে তাত্ক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধনের কোনও যোগ্যতা নেই। এই আদালতে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ উপকরণ এই পর্যায়ে দেখা যাবে না। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযোগকারীকে তার সাক্ষীসহ ফৌজদারি কার্যবিধির ২০০ ধারার অধীনে পরীক্ষা করেন; ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪০৬/৩৪ এর অধীনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জারি করা মামলার প্রাথমিক দৃষ্টিতে সন্তুষ্ট।

তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই মুহূর্তে পুনর্বিবেচনা আদালত এই মামলার যোগ্যতার মধ্যে যেতে পারে না। সুপ্রিম কোর্ট বেশ কয়েকবার নির্দেশ দিয়েছে যে হাইকোর্ট ফাউজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করবে না। যেখানে ফৌজদারি অভিযোগের যোগ্যতা বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। তার যুক্তির সমর্থনে তিনি তার যুক্তির ভিত্তিতে কিছু সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করেছেন ।

সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বনাম আরিয়ান সিং ও অন্যান্য

যেখানে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে

> **ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় ফৌজদারি কার্যবিধির বরখাস্ত এবং/অথবা বাতিলের পর্যায়ে আইনের মূল নীতি অনুসারে, আদালতকে ছোট বিচার পরিচালনা করার প্রয়োজন হয় না।**

কমল সিবাজি পোকার নেকার বনাম মহারাষ্ট্র, (২০১৯) ১৪ সুপ্রিম কোর্ট কেসেস ৩৫০।

-ফৌজদারি অভিযোগগুলি কেবল এই ভিত্তিতে বাতিল করা যায় না যে তাতে করা অভিযোগগুলি দেওয়ানি প্রকৃতির বলে মনে হয় - যদি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধের উপাদানগুলি অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে তৈরি করা হয়, ফৌজদারি কার্যধারায় বাধা দেওয়া না হয়।

ত্রিসুন কেমিক্যাল বনাম রাজেশ আগরওয়াল (১৯৯৯) ৮ সুপ্রিম কোর্ট কেসেস ৬৮৬।

অভিযোগ বাতিল করা বা এফআইআর প্রতারণার অভিযোগ - ফৌজদারি মামলা দায়ের করা, কেবল দেওয়ানি কার্যধারা বজায় রাখার যোগ্য বলে দমন করা যায় না - আবেদনকারী সংস্থা এবং অন্য কোনও সংস্থার মধ্যে পণ্য সরবরাহের চুক্তিতে সালিশ অভিযুক্তের অস্তিত্ব, সরবরাহকারী সংস্থার বিরুদ্ধে নিম্নমানের পণ্য সরবরাহ করে প্রতারণার অভিযোগ এনে আবেদনকারীর দায়ের করা অভিযোগ বাতিল করার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয় - কোনও অপরাধের বিচারের জন্য উপযুক্ত সালিসকারী।

দিলবাগ রাই বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০১৯) ১৬ এস.সি.সি ৭৩৬

বিরোধটি দেওয়ানি হওয়া সত্ত্বেও কার্যধারা বাতিল করা-যদিও অভিযুক্তের সম্পত্তির মালিকানা ছিল না, তিনি সম্পত্তি নিয়ে কাজ করেছিলেন এবং অভিযোগটিকে মূল্যবান বিবেচনার সাথে ভাগ করতে প্ররোচিত করেছিলেন-এই অভিযোগগুলি সত্য কিনা বা অন্যথায় বিচারের বিষয়।

ফিয়োনা শিরখণ্ডে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১৩) ১৪ সুপ্রিম কোর্ট কেসেস ৪৪।

> **অভিযোগ মামলা - প্রক্রিয়া জারি - তদন্তের সুযোগ - কার্যধারার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি - অবশ্যই কার্যধারার ভিত্তি আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রাথমিক সন্তুষ্টিতে পৌঁছাতে হবে, অভিযুক্তের প্রতিরক্ষা স্থগিত না করে সামগ্রিকভাবে অভিযোগ পড়ে, যদি কোনও মামলার যোগ্যতা না থাকে - অবশ্যই প্রাথমিকভাবে সত্য এবং অভিযোগের অভিযোগের উপর সুস্পষ্ট সহজাত সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করতে হবে যাতে প্রক্রিয়া জারি করার জন্য অভিযোগ থেকে অভিযুক্ত অপরাধের প্রাথমিক উপাদানগুলি সন্তুষ্ট করা যায় - একবার ম্যাজিস্ট্রেট তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে উচ্চতর আদালতের কার্যধারার ভিত্তি সম্পর্কে মতামত গঠন করলে ম্যাজিস্ট্রেটের পরিবর্তে তার নিজস্ব বিবেচনার বিকল্প হওয়া উচিত নয়।**

ও.পি. নং ২-এর জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে এটি আইনের একটি নিষ্পত্তিকৃত নীতি যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য অভিযোগটি সম্পূর্ণরূপে অভিযোগে করা অভিযোগের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে হবে এবং হাইকোর্ট এই পর্যায়ে যোগ্যতার মধ্যে যেতে বাধ্য ছিল না বা এর সঠিকতা পরীক্ষা করেনি। অভিযোগের মুখে যা কিছু দেখা যায় তা বিবেচনায় নেওয়া হবে যখন তলবকৃত অপরাধের কোনো সমালোচনামূলক পরীক্ষা অভিযোগের উপর প্রাক্তন দেখাতে হবে এবং যদি রেকর্ডে থাকে তবে অন্যান্য দলিলি প্রমাণ।

তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২-এর অধীনে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা হল একটি অসাধারণ ক্ষমতা যা অভিযোগটি যাচাই করার জন্য চিহ্নিতকরণের আগে অত্যন্ত যত্ন এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। মামলাটি তার শুরুতে প্রসিকিউশনকে বাধা দেওয়ার জন্য বিরলতম বিরলতম মামলা কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে।

উপরের যুক্তির ভিত্তিতে তিনি তাত্ক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধন বাতিলের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথা শুনেছেন।

রেকর্ডের উপকরণগুলিও অভিযোগের দ্বারা পর্যালোচিত হয়েছে। সংযুক্ত নথিগুলির পাশাপাশি বাতিল করার জন্য আবেদনটি পর্যালোচিত হয়েছে। বর্তমান আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ভারতীও দণ্ডবিধির ধারা ৪০৬/৩৪-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ করে ও.পি. ২ দ্বারা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অভিযোগকারী অভিযোগ করেছেন যে একটি নির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে পশুখাদ্য প্রস্তুত করার জন্য অভিযোগকারী দ্বারা আবেদনকারী কোম্পানিকে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল সরবরাহ করা হয়েছিল। অভিযুক্ত আবেদনকারীদের কাঁচামালের উপর কর্তৃত্ব ছিল কিন্তু অভিযোগকারীকে কোনও তথ্য এবং মতামত ছাড়াই অভিযুক্ত/আবেদনকারী কাঁচামালের অপব্যবহার করে এটি তৃতীয় পক্ষর পক্ষে নিষ্পত্তি করেছেন।

আমাকে খুঁজে বের করতে দিন যে অভিযোগের আবেদনটি নিজেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিষয়ে প্রকাশ করেছে কিনা। ভারতীও দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারা হল ফৌজদারি বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধের শাস্তি। ভারতীও দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারা অনুযায়ী **বিশ্বাসের ফৌজদারি লঙ্ঘনকে** সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

> **৪০৫. বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন.- যে কেউ, যে কোনও উপায়ে সম্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, অথবা যে কোনও সম্পত্তির উপর আধিপত্য, অসৎভাবে সেই সম্পত্তির অপব্যবহার করে বা নিজের কাজে রূপান্তরিত করে, বা অসৎভাবে সেই সম্পত্তির ব্যবহার করে বা নিষ্পত্তি করে বা আইনের কোনও নির্দেশ লঙ্ঘন করে যে পদ্ধতিতে এই জাতীয় ট্রাস্টটি ডিসচার্জ করা হবে, বা কোনও আইনি চুক্তি, যা তিনি এই জাতীয় ট্রাস্টের স্রাবকে স্পর্শ করেছেন, বা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোনও ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ 'বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন'।**

বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘনের উপাদানগুলি নিম্নরূপঃ--

১. অভিযুক্তকে তার উপর সম্পত্তি বা ডোমেনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

২. তিনি অসৎভাবে এই ধরনের সম্পত্তির অপব্যবহার করেছেন বা নিজের ব্যবহারের রূপান্তর করেছেন অথবা অসৎভাবে সেই সম্পত্তির অপব্যবহার করেছেন বা নিষ্পত্তি করেছেন।

৩. সম্পত্তির নিষ্পত্তি অবশ্যই আইনি নির্দেশ বা কোনও আইনি চুক্তির লঙ্ঘন হতে হবে।

৪. কমিশনের জন্য অভিযুক্তের একটি মেনস রিয়া থাকতে হবে এই ধরনের অপরাধের ।

এই ক্ষেত্রে এটি সত্য যে অভিযুক্ত আবেদনকারীকে কিছু কাঁচামালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং পক্ষগুলির মধ্যে একটি আইনি চুক্তি/সম্মতি ছিল যে অভিযুক্ত আবেদনকারী এই জাতীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে পশুখাদ্য প্রস্তুত করবেন এবং অভিযোগকারীর কাছে তা সরবরাহ করবেন যার জন্য তিনি পণ্য সরবরাহের জন্য এবং প্রক্রিয়াকরণ খরচের জন্যও বিল তুলবেন। এটি অভিযোগের আবেদনের সংস্করণ যে অভিযোগকারী এবং আবেদনকারীদের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবসায়িক লেনদেন হয়েছিল। আবেদনকারীরা আরও এড়িয়ে গিয়েছিলেন যে তারা এই ধরনের ব্যবসার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি করেছিলেন। চুক্তিটি ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদনের সাথে এই আদালতে রাখা হয়েছিল। বিপরীত পক্ষ নং. ২ এই ধরনের চুক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করেছে; আরও বেশি, বিপরীত পক্ষ এই আদালতে স্বীকার করেছে যে সে চুক্তিটি বাতিল করেছে এবং সালিশের জন্য অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং, এটি প্রচুর পরিমাণে স্পষ্ট যে, ও.পি. নং. ২ বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ দায়ের করার সময় চুক্তির সত্যতা এবং পক্ষগুলির মধ্যে তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রকাশ করেনি; তিনি চুক্তির অবসান এবং সালিশের দিকে তার পদক্ষেপের আচরণও গোপন করেছিলেন। এই আদালতে আবেদনকারীর পক্ষে মামলাটি হল যে আবেদনকারীদের পক্ষে ওপি নং ২ দ্বারা একটি বিশাল বকেয়া বিল পরিশোধ করা হয়েছিল।

বিপরীত পক্ষ বিপুল পরিমাণ বিলের টাকা এবং তাদের দাবির জবাবও দেয়নি। আবেদনকারীর দ্বারা এটিও এড়ানো হয়েছিল যে চুক্তির শর্তাবলীর ভিত্তিতে আবেদনকারীরা বিলগুলি সাফ করার জন্য কাঁচামাল নিষ্পত্তি করতে স্বাধীন। সম্পূর্ণ তথ্যগুলি ও.পি. ২ দ্বারা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দমন করা হয়েছিল।

ভারতীও দণ্ডবিধির ধারা ৪০৬ অনুযায়ী অপরাধ গঠন করার জন্য এটি প্রমাণ করতে হবে যে অভিযুক্ত নিজের ব্যবহারের জন্য অসৎভাবে সম্পত্তি নিষ্পত্তি করেছে বা অপব্যবহার করেছে। এই বর্তমান মামলায় আবেদনকারী সংস্থা অভিযোগ করেছে যে তৃতীয় পক্ষের পক্ষে কাঁচামাল নিষ্পত্তি করা হয়েছে কিন্তু এই ধরনের আচরণ আবেদনকারী এবং অভিযোগকারীর মধ্যে চুক্তির আওতায় ছিল। ও.পি. নং ২ চুক্তির শর্তাবলী দমন করে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একটি রঙিন চিত্র দেখাতে সক্ষম হয়েছে।

দুই বা ততোধিক কোম্পানির মধ্যে একটি ব্যবসায়িক লেনদেন অবশ্যই একটি চুক্তির ভিত্তিতে বিদ্যমান থাকতে হবে। এই ধরনের ব্যবসা সম্পাদনের ক্ষেত্রে পক্ষগুলি চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য। এই ধরনের ব্যবসায়িক চুক্তির যেকোন শর্ত ভঙ্গ করলে সালিসকারীর সামনে তার প্রয়োজনীয় প্রতিকার রয়েছে বা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পক্ষের বিরুদ্ধে নাগরিক দায়বদ্ধতা আহ্বান করতে পারে। ব্যবসায়িক চুক্তির লঙ্ঘন সবসময় অপরাধমূলক দায় হিসাবে উল্লেখ করা হয় না যদি না অপরাধের উপাদানগুলি সন্তুষ্ট হয় এবং অসৎ উদ্দেশ্য উপস্থিতি দেখানো হয়েছিল।

কোনও ব্যবসায়িক লেনদেনে ভারতিও দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারা-এর অধীনে অপরাধটি কেবল তখনই কার্যকর করা যেতে পারে যদি এটি দেখানো হয় যে পক্ষগুলির মধ্যে আইনি চুক্তি লঙ্ঘন করে অসৎভাবে সম্পত্তির নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উপরন্তু, এক্সপ্রেস চুক্তি অনুসারে বকেয়া আদায়কে দোষী মন (মেনস রিয়ার) বা অভিযুক্ত/আবেদনকারীর অংশ হিসাবে উল্লেখ করা যায় না।

এই বিষয়টি বিবেচনা করে আমার কাছে মনে হয় যে, অভিযোগের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীও দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যায় না। মামলার যোগ্যতা না দেখে আমার কাছে আরও প্রতীয়মান হয় যে, ও.পি. নং ২-এর দ্বারা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যে ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করা হয়েছে, তা বস্তুগত সত্যের দমন, যার মাধ্যমে পক্ষগুলির মধ্যে ব্যবসায়িক চুক্তি একটি ফৌজদারি কার্যধারায় পরিণত হয়েছে। এটা সত্য যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে এই সংশোধনী আদালতের খুব সীমিত ক্ষমতা রয়েছে এবং এই আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য একমাত্র প্রয়োজন হল কার্যধারা অব্যাহত রাখা আদালতের প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ অপব্যবহার কিনা। এই মামলায়ে পুরো উপকরণগুলি একটি উপযুক্ত মামলার পরামর্শ দেয় যেখানে এই আদালত তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

আমি মামলার সম্পূর্ণ রেকর্ড, অভিযোগের আবেদন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষ থেকে এই আদালতে দাখিল করা আবেদনপত্র সাবধানতার সাথে পর্যালোচনা করেছি। সম্পূর্ণ তথ্য বিবেচনা করে আমার মনে হয় যে ওপি ২ তথ্যের উপাদান দমন করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগটি দায়ের করার পক্ষে। অভিযোগের অভিযোগটি বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ৪০৬ আইপিসির অধীনে শাস্তিযোগ্য মামলা হিসাবে বিবেচিত হয় না।

সুতরাং আমি তাত্‍ক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার যোগ্যতা খুঁজে পাই।

সি.আর.আর. অনুমোদিত।

বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ৩য় কোর্ট হাওড়া (সদর) ভারতিও দণ্ডবিধির ধারা ৪০৬/৩৪-এর সামনে বিচারাধীন ২০১৮ সালের ৩২০ খ অভিযোগ মামলাটি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত সংযুক্ত আদেশ সহ বাতিল করা হয়েছে।

সি.আর.আর. নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সংযুক্ত সি.আর.এ.এন. আবেদনগুলি যদি বিচারাধীন থাকে তবে সেগুলিও নিষ্পত্তি করা হয়।

তাত্‍ক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার মুলতুবি থাকার সময় এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশের যে কোনও আদেশও খালি করা হয়।

সার্ভার কপির উপর কাজ করার জন্য পক্ষগুলি এবং রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত অনুলিপি স্বাভাবিক নিয়ম ও শর্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে প্রাপ্ত করা হবে।

(বিচারপতি, শুভেন্দু সামন্ত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly